মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

তৃতীয় অধ্যায়: প্রাচীন বাংলার জনপদ

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১

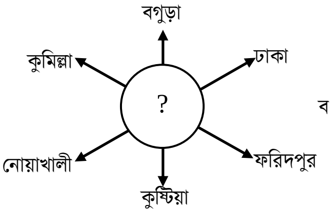

তথ্য-১

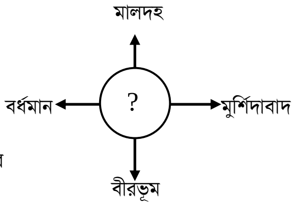

তথ্য-২

◀ *শিখনফল-২ [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ‘শালবন বিহার’ কোন জনপদের নিদর্শন? ১
খ. তাম্রলিপ্ত কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য-১-এর ‘?’ চিহ্নিত স্থান কোন জনপদকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীকের তথ্য-২ এর ‘?’ চিহ্নিত স্থান কোন জনপদকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শালবন বিহার সমতট জনপদের নিদর্শন।

খ তাম্রলিপ্ত প্রাচীন বাংলার একটি জনপদ।

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক ছিল তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌবাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। আট শতকের পর হতেই তাম্রলিপ্ত নদী বন্দরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য-১-এর প্রশ্ন চিহ্নিত স্থান বঙ্গ জনপদকে ইঙ্গিত করে।

মহাভারতের উল্লেখ হতে বোঝা যায় যে, বঙ্গ জনপদটি বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ‘বঙ্গ’ নামে বঙ্গ জনপদটি গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয় যে, ‘বঙ্গ’ নামে এক জাতির বসবাস ছিল বলে এ জনপদটি বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। মূলত গঙ্গা ও ভাগিরথীর মাঝখানের অঞ্চলকেই বঙ্গ বলা হত। পাল বংশের শেষ পর্যায়ে বঙ্গ জনপদ দুভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে সেন আমলেও বঙ্গের দুটি ভাগ পরিলক্ষিত হয় যথা— ‘বিক্রমপুর’ জেলার পশ্চিমাঞ্চল ও ‘নাব্য’। বৃহত্তর বগুড়া, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ নিয়ে বঙ্গ গঠিত হয়েছিল।

উদ্দীপকের তথ্য-১-এর ছকে উল্লিখিত স্থানসমূহ হলো বগুড়া, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, কুমিল্লা। যা প্রাচীন বঙ্গ জনপদকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য-২-এর প্রশ্ন চিহ্নিত স্থান ‘গৌড়’ জনপদকে ইঙ্গিত করে।

প্রাচীন গৌড় জনপদটি আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তবে গৌড় নামটি সুপরিচিত হলেও প্রাচীনকালে গৌড় বলতে ঠিক কোন অঞ্চলকে বোঝাত এ নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। আর যে এলাকা গৌড় বলে অভিহিত হতো তা কেন সে নামে অভিহিত হতো, আজ পর্যন্ত সেটাও সঠিকভাবে জানা যায়নি। পাণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড়ের উল্লেখ দেখা যায়। পাল রাজাদের আমলে গৌড়ের নামডাক ছিল সবচেয়ে বেশি। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এর প্রতাপ ছিল অপ্রতিহত। কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থে গৌড়ের অনেক শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাৎসায়নের গ্রন্থে জানা যায় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে গৌড়রাজ শশাংকের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ। পরবর্তী সময়ে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাকে বোঝাত। ভবিষ্যৎ পুরাণ-এ গৌড়কে পদ্মা নদীর দক্ষিণে এবং বর্ধমানের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের তথ্য-২ প্রাচীন গৌড় জনপদের ইঙ্গিতবহ।

প্রশ্ন ▶ ২ শীতকালে আরাফের গ্রামের বাড়িতে পুঁথি পাঠের আসর বসে। ওর চাচা বলেন, এই পুঁথির মাধ্যমেই এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য আমরা জানতে পারি। তিনি আরো বলেন, এই প্রাচীন পুঁথিতেই একটি জনপদকে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। সেখানে ‘বং’ নামে এক জাতি বাস করত। ◀ *শিখনফল-২*

ক. বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম কী? ১
খ. ইতিহাস বিষয়ক আলোচনায় যুগের বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকে আরাফের চাচা যে জনপদের কথা বলেছেন তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উক্ত জনপদকে ঘিরেই একটি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম সমতট।

খ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রভাবের কার্যকারিতা নির্ণয়ের জন্যই ইতিহাস বিষয়ক আলোচনায় যুগ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ।

সভ্যতার পরিধি ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত। অতীত থেকে সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে মানুষ বর্তমান সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ কাজ করতে গিয়ে মানুষ প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়কে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করেছে। আর এসব কারণেই ইতিহাস বিষয়ক আলোচনায় যুগের বিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে আরাফের চাচা যে জনপদের কথা বলেছেন তা হলো বঙ্গ জনপদ।

মহাভারতের উল্লেখ হতে বোঝা যায় যে, বঙ্গ জনপদটি বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ‘বঙ্গ’ নামে বঙ্গ জনপদটি গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয় যে, ‘বং’ নামে এক জাতির বসবাস ছিল বলে এ জনপদটি বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। মূলত গঙ্গা ও ভাগিরথীর মাঝখানের অঞ্চলকেই বঙ্গ বলা হত। পাল বংশের শেষ পর্যায়ে বঙ্গ জনপদ দুভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে সেন

আমলেও বঙ্গের দুটি ভাগ পরিলক্ষিত হয় যথা— 'বিক্রমপুর' জেলার পশ্চিমাঞ্চল ও 'নাব্য'। বৃহত্তর বগুড়া, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ নিয়ে বঙ্গ গঠিত হয়েছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শীতকালে আরাফের গ্রামের বাড়িতে পুঁথি পাঠের আসর বসে। ওর চাচা বলেন, এই পুঁথির মাধ্যমেই এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য আমরা জানতে পারি। এই প্রাচীন পুঁথিতেই একটি জনপদে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে, সেখানে 'বং' নামে এক জাতি বাস করত। তাই বলা যায়, আরাফের চাচা যে জনপদের কথা বলেছেন তা প্রাচীন বাংলার বঙ্গ জনপদের ইঙ্গিতবহ।

ঘ উক্ত জনপদ অর্থাৎ বঙ্গ জনপদকে ঘিরেই একটি জাতি তথা বাঙালি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই জনপদ গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে 'বং' নামে এক জাতি বাস করত। তাই জনপদটি বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। সমস্ত প্রমাণ থেকে বলা যায়, গঙ্গা ও ভাগিরথীর মাঝখানের অঞ্চলকেই বঙ্গ বলা হতো। অতি প্রাচীন পুঁথিতে একে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, চালুক্য রাজা ও রাষ্ট্রকূটদের শিলালিপি ও কালিদাসের গ্রন্থে এ জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায়। বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ নিয়ে 'বঙ্গ' গঠিত হয়েছিল। উক্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাদৃশ্য ছিলো। ফলে এক সময় তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচয় লাভ করতে শুরু করে। এই 'বঙ্গ' থেকেই পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির উৎপত্তি ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'বঙ্গ' জনপদকে ঘিরেই 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন ▶৩ হাসিব ৯ম শ্রেণির ছাত্র। সে তার স্কুলের শিক্ষা সফরে জাফলং ভ্রমণে যায়। শিক্ষক মজিদ স্যার তাকে জানান, জাফলং অঞ্চলটি এক সময় নামকরা এক জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে অনেক ঐতিহাসিক চট্টগ্রামকেও এ জনপদের অংশ বলে মনে করেন। তবে এ কথা সত্য যে, সপ্তম ও অষ্টম শতক হতে দশম ও একাদশ শতক পর্যন্ত এটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। হাসিব ও তার বন্ধুরা পরবর্তী বছর নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চল ভ্রমণে আগ্রহী হয়। *◀ শিখনফল-২*

ক. শশাংকের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. পুন্ড্রবর্ধনের অবস্থান বর্ণনা কর। ২
গ. শিক্ষক মজিদ স্যার যে জনপদের বর্ণনা দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হাসিব ও তার বন্ধুরা পরবর্তীতে যে জনপদ ভ্রমণে আগ্রহী তার বিবরণ দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক শশাংকের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

খ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে পুন্ড্র রাজ্য পুন্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছিল। সে সময়কার পুন্ড্রবর্ধন বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলাজুড়ে বিস্তৃত ছিল। সমস্ত উত্তর বঙ্গই পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। সেন আমলে পুন্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা পদ্মা পেরিয়ে একেবারে খাড়ি বিষয় (বর্তমান চব্বিশ গরগনার খাড়ি পরগনা) ও ঢাকা-বরিশালের সমুদ্র তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গ শিক্ষক মজিদ স্যার হরিকেল জনপদের বর্ণনা দিয়েছেন।

সাত শতকের লেখকেরা হরিকেল নামে এক জনপদের বর্ণনা করেছেন। চীনা ভ্রমণকারী ইৎসিং বলেছেন, হরিকেল ছিল পূর্ব ভারতের শেষ সীমায়। আবার কারো কারো লিপিতে হরিকেলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বর্তমান চট্টগ্রামেরও অংশ খুঁজে পাওয়া যায়। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে ধরে নেওয়া যায় যে, পূর্বে শ্রীহট্ট (সিলেট) থেকে চট্টগ্রামের অংশবিশেষ পর্যন্ত হরিকেল জনপদ বিস্তৃত ছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতক হতে দশ ও এগারো শতক পর্যন্ত হরিকেল একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজবংশের রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর থেকে হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অংশ বলে ধরা হয়। অনেকে আবার শুধু সিলেটের সাথে হরিকেলকে অভিন্ন মনে করেন। যেহেতু সিলেট আর হরিকেল অভিন্ন ছিল আর জাফলং সিলেটের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু বলা যায় যে, শিক্ষক হরিকেল জনপদের বর্ণনাই দিয়েছেন।

ঘ হাসিব ও তার বন্ধুরা পরবর্তীতে সমতট জনপদে ভ্রমণে আগ্রহী।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের প্রতিবেশী জনপদ হিসেবে সমতটের অবস্থান। এ অঞ্চলটি ছিল আর্দ্র নিম্নভূমি। কেউ কেউ মনে করেন, সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে সমতট গঠিত হয়েছিল। সাত শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা জেলা ছিল সমতটের অন্যতম অংশ। একসময় এ জনপদের পশ্চিমসীমা চব্বিশ পরগনার খাড়ি পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা-ভাগিরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলকেই সম্ভবত বলা হতো সমতট। কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে বড় কামতা নামক স্থানটি সাত শতকে এর রাজধানী ছিল। হাসিব ও তার বন্ধুরা পরবর্তী বছর কুমিল্লা ও নোয়াখালী ভ্রমণ করতে আগ্রহী। আর এ কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলেই ছিল প্রাচীন সমতট জনপদ। তাই বলা যায় যে, হাসিব তার বন্ধুরা পরবর্তীতে সমতট জনপদ ভ্রমণ করতে আগ্রহী হয়েছে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৪ রাকিব তার মামার সাথে জাতীয় যাদুঘর পরিদর্শনে যায়। সেখানে গিয়ে সে প্রাচীন বাংলার অনেক নিদর্শন দেখতে পায়। এসব নিদর্শনের মধ্যে পাথরের চাকতি খোদাই করা লিপি অন্যতম। *◀ শিখনফল-২*

ক. সপ্তম শতকের পর বাংলায় কতটি জনপদ ছিল? ১
খ. বরেন্দ্র বলতে কী বুঝ? ২
গ. রাকিবের দেখা নিদর্শনগুলোর সাথে প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত জনপদটি প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধ জনপদ— মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সপ্তম শতকের পর বাংলায় তিনটি জনপদ ছিল।

খ বরেন্দ্র বলতে উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন জনপদকে বোঝায়।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বরেন্দ্রকে একটি জনপদের মর্যাদা দেয়া হয়। এটি উত্তরবঙ্গের জনপদ। পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল ছিল এই বরেন্দ্র। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গঙ্গা ও করতোয়া অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থান ছিল এ জনপদের অবস্থান। বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেকটা অঞ্চল এবং সম্ভবত পাবনা জেলাজুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল বিস্তৃত ছিল।

সুপার টিপ্স: *প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—*

গ পুণ্ড্র জনপদের পরিচয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ 'প্রাচীন বাংলায় পুণ্ড্র জনপদ সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶৫ নবীগঞ্জ জে.কে. হাইস্কুলের ছাত্র মৃণাল ও মৃদুল। ইতিহাস ক্লাসে তারা প্রাচীন বঙ্গ জনপদের কথা জানতে পারে। এবার তারা প্রাচীন এই জনপদ বাংলাদেশের যে জেলায় অবস্থিত ছিল সেসব অঞ্চল ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। এসব জেলা ভ্রমণ শেষে তারা জানতে পারে, প্রাচীনকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান হতে এই জনপদ আবিষ্কৃত হয়। *◀ শিখনফল-২*

ক. কোন রাজাদের আমলে গৌড়ের নাম ডাক সবচেয়ে বেশি ছিল? ১

খ. প্রাচীন বাংলার জনপদ হতে আমরা কোন বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারি? ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মৃণাল ও মৃদুল বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় ঘুরতে যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বঙ্গ জনপদের নাম জানার ক্ষেত্রে ইতিহাসের কোন কোন উপাদানের অবদান আছে? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাল রাজাদের আমলে গৌড়ের নাম ডাক সবচেয়ে বেশি ছিল।

খ প্রাচীন বাংলার জনপদ হতে তখনকার বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারি। প্রাচীন বাংলায় কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। তৎকালীন শক্তিশালী শাসকগণ তাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন। এভাবেই প্রাচীন বাংলার জনপদ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আমরা সে সময়ের শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারি।

সুপার টিপ্স: *প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—*

গ বঙ্গ জনপদ বর্তমান বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় অবস্থিত ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ বঙ্গ জনপদের নাম জানার ক্ষেত্রে ইতিহাসের লিখিত ও অলিখিত উপাদানের অবদান বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ সাহেদ বই পড়ে জানতে পারে যে, গঙ্গা নদীর দুইটি ধারা। এগুলো হলো ভাগিরথী ও পদ্মা। সাহেদের দাদু বলল যে, এ দুটি ধারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাচীনকালে বাংলার একটি জাতির অবস্থান ছিল।

◀ শিখনফল-২ [গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, কুমিল্লা]

ক. শশাংকের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. বঙ্গ নাম করা হয়েছে কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে সাহেদের দাদু প্রাচীন বাংলার কোন জাতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রাচীনকালে বঙ্গের অবস্থান কেমন ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶৭ লায়লা তার মা বাবার সাথে বগুড়ার মহাস্থানগড় ঘুরতে যায়। মহাস্থানগড়ে তারা অনেক প্রাচীন নিদর্শন দেখতে পায়। তার বাবা বললেন যে, প্রাচীনকালে এখানে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল।

◀ শিখনফল-২ [লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম কী? ১

খ. প্রাচীন জনপদগুলোর পরিচয় কীভাবে জানা যায়? ২

গ. লায়লার বাবার উল্লেখ করা অঞ্চলটি প্রাচীন কোন জনপদের অংশ? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, এটি হরিকেল জনপদ নয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. কত শতক হতে বাংলার জনপদগুলোর নাম জানা যায়?
(ক) দ্বিতীয় (খ) তৃতীয়
(গ) চতুর্থ (ঘ) পঞ্চম

২. বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?
(ক) এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে
(খ) এশিয়া মহাদেশের উত্তরে
(গ) এশিয়া মহাদেশের পূর্বে
(ঘ) এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে

৩. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়—
i. জীবনধারায়
ii. আচার-আচরণে
iii. সংস্কৃতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. সপ্তম শতকে গৌড়রাজ কে ছিলেন?
(ক) শশাঙ্ক (খ) বিক্রমাদিত্য
(গ) অশোক (ঘ) নারায়ণ

৫. প্রাচীন পুঁথিতে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে কোন জনপদকে?
(ক) গৌড় (খ) বঙ্গ
(গ) পুণ্ড্র (ঘ) সমতট

৬. বাংলার জনপদের অন্তর্ভুক্ত—
i. দণ্ডভুক্তি
ii. উত্তর রাঢ়
iii. দক্ষিণ রাঢ়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. পুণ্ড্র জনপদের রাজধানী পুণ্ড্রনগর থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয় কখন?
(ক) চতুর্থ—পঞ্চম শতকে
(খ) পঞ্চম—ষষ্ঠ শতকে
(গ) ষষ্ঠ—সপ্তম শতকে
(ঘ) সপ্তম—অষ্টম শতকে

৮. প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে কোন জনপদ প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল?
(ক) পুণ্ড্র (খ) বঙ্গ
(গ) গৌড় (ঘ) হরিকেল

৯. হুগলি ও রূপনারায়ণ নদের সঙ্গমস্থল হতে ১২ মাইল দূরে রূপনারায়ণের তীরে কোন বন্দরের অবস্থান ছিল?
(ক) তাম্রলিপ্ত (খ) বরেন্দ্র
(গ) চন্দ্রদ্বীপ (ঘ) সমতট

১০. সোমপুর বিহার কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) পাবনা (খ) ঢাকা
(গ) নওগাঁ (ঘ) রংপুর

১১. 'বালেশ্বর' ও 'মেঘনা' নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল কোন জনপদটি?
(ক) তাম্রলিপ্ত (খ) চন্দ্রদ্বীপ
(গ) উত্তর রাঢ় (ঘ) হরিকেল

১২. বিক্রমপুর ও নাব্য কীসের নাম?
(ক) দুটি গ্রামের নাম (খ) দুটি জাতির নাম
(গ) দুটি অঞ্চলের নাম (ঘ) দুটি গোত্রের নাম

১৩. কুমিল্লা শহর হতে বড় কামতার দূরত্ব কত?
(ক) ১০ মাইল (খ) ১১ মাইল
(গ) ১২ মাইল (ঘ) ১৩ মাইল

১৪. প্রাচীন জনপদগুলোর সীমা বার বার পরিবর্তনের কারণ কী?
(ক) রাজনৈতিক পট পরিবর্তন
(খ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়
(গ) ধর্মীয় পট পরিবর্তন
(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মোহাম্মদ মুঈদ ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারে প্রাচীনকালে বাংলায় কয়েকটি জনপদ ছিল। তার মধ্যে একটি জনপদ থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি ঘটে।

১৫. মোহাম্মদ মুঈদ বাঙালি জাতির উৎপত্তি কোন জনপদে পায়?
(ক) গৌড় (খ) পুণ্ড্র
(গ) সমতট (ঘ) বঙ্গ

১৬. উক্ত জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায়—
i. শিলালিপিতে
ii. কৌটিল্যের গ্রন্থে
iii. কালিদাসের গ্রন্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নীরা মৌলভীবাজার জেলার মাধবকুন্ড পরিদর্শনে গিয়ে এক বৃদ্ধের কাছ থেকে জানতে পারে যে, সিলেট অঞ্চলে প্রাচীনকালে একটি জনপদ গড়ে ওঠে।

১৭. উদ্দীপকটিতে বৃদ্ধ কোন জনপদের কথা বলেছেন?
(ক) সমতট (খ) হরিকেল
(গ) বরেন্দ্র (ঘ) তাম্রলিপ্ত

১৮. এই জনপদটি ছিল—
i. পূর্ব ভারতের শেষ সীমায়
ii. চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে
iii. সমতট রাজ্যের দুই পাশে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. খ্রিষ্টীয় কত শতকের পূর্ববর্তী সময় বাংলার প্রাচীন যুগ?
(ক) তেরো (খ) দশ
(গ) সাত (ঘ) এগারো

২০. বাংলার জনপদগুলোর নাম পাওয়া যায়—
i. গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে
ii. সেনযুগে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে
iii. পালযুগে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. বাংলায় মুসলমান যুগের শুরুতে কোন অঞ্চলকে গৌড় বলা হতো?
(ক) দিনাজপুরকে (খ) দাক্ষিণাত্যকে
(গ) পুণ্ড্রবর্ধনকে (ঘ) লক্ষণাবতীকে

২২. ইশিতা চন্দ্র রাজবংশের রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের ইতিহাস জানতে গিয়ে একটি জনপদের নাম জানতে পারে। ইশিতা কোন জনপদের নাম জানতে পারে?
(ক) পুণ্ড্র (খ) বঙ্গ
(গ) গৌড় (ঘ) হরিকেল

২৩. হরিকেলের উত্তরে কোন জনপদের অবস্থান ছিল?
(ক) চন্দ্রদ্বীপ (খ) বরেন্দ্র
(গ) তাম্রলিপ্ত (ঘ) সমতট

২৪. বরেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল—
i. বগুড়া
ii. পাবনা iii. দিনাজপুর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

প্রাচীন এক জাতির নামানুসারে বাংলার এক জনপদের নামকরণ করা হয়। সাবিক তার নানার সাথে ঐ জনপদে বেড়াতে গিয়েছিল।

২৫. সাবিক প্রাচীন কোন জনপদে বেড়াতে গিয়েছিল?
(ক) পুণ্ড্র (খ) হরিকেল
(গ) সমতট (ঘ) চন্দ্রদ্বীপ

২৬. পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম কী?
(ক) পাহাড়পুর (খ) সোমপুর
(গ) বিহার (ঘ) মহাস্থানগড়

২৭. মহাভারতে কোন জাতির উল্লেখ আছে?
(ক) পুণ্ড্র (খ) বঙ্গ
(গ) গৌড় (ঘ) চন্দ্রদ্বীপ

২৮. বর্তমানে বাংলাদেশের যে অঞ্চল বঙ্গ জনপদ নামে পরিচিত ছিল তা হলো—
i. পূর্বদিক
ii. দক্ষিণ দিক
iii. দক্ষিণ-পূর্বদিক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. বাংলার জনপদগুলোর নাম পাওয়া যায়—
i. গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ শিলালিপ ও সাহিত্য গ্রন্থে
ii. মৌর্যযুগে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে
iii. পালযুগে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. আধুনিক কালে গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হলো—
i. মালদহ
ii. মুর্শিদাবাদ
iii. বীরভূম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ রহিম, করিম ও মুনিফ এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত শালবন বিহান পরিদর্শনে যায়। পরিদর্শনকালে তারা জানতে পারে যে, কুমিল্লা অঞ্চলে প্রাচীন কালে একটি জনপদের অংশ ছিল। তারা আরো জানতে পারে যে, উক্ত জনপদ এক সময় চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ক. চট্টগ্রামের অংশ বিশেষ পর্যন্ত কোন জনপদ বিস্তৃত ছিল? ১
খ. প্রাচীন বাংলায় কী কী জনপদ ছিল? ২
গ. উদ্দীপকটি কোন প্রাচীন জনপদের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত জনপদটিকে কেবল বর্তমান কুমিল্লা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? তোমার মতামত দাও। ৪

২.▶ নাছিমা বার্ষিক পরীক্ষা শেষে বাবা-মার সাথে সিলেটে বেড়াতে যায়। সেখানে তারা বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখে। তার বাবা বললেন যে, এই অঞ্চলটি প্রাচীনকালে একটি প্রাচীন জনপদের অন্তর্গত ছিল।

ক. মহাস্থানগড় কোথায় অবস্থিত? ১
খ. চন্দ্রদীপের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. নাছিমার বাবা প্রাচীন কোন জনপদের কথা বলেছেন? নিরূপণ কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, নাছিমার বাবার উল্লিখিত জনপদ হতে তাম্রলিপ্ত জনপদ ভিন্ন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.▶ অয়ন ও আদনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী। ঢাকায় তারা একসঙ্গে থাকে। ঈদের ছুটিতে অয়ন বেড়াতে গেল আদনানের গ্রামের বাড়িতে। নদীবিধৌত অঞ্চলটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে। সে বলে, আদনানদের বিক্রমপুর অঞ্চলটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত। তবে অয়ন তার নিজ এলাকা সম্বন্ধেও বেশ গর্বিত। কেননা প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে তাদের অঞ্চলটিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও খ্যাতিমান ছিল।

ক. কার গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়? ১
খ. প্রাচীন বাংলার ক্ষুদ্র জনপদটির অবস্থান বর্ণনা কর। ২
গ. আদনানের বাড়ি প্রাচীন কোন জনপদে অবস্থিত? ৩
ঘ. নিজ এলাকা সম্বন্ধে অয়নের গর্ব করা কি যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

৪.▶ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র শিক্ষা সফরে বাংলাদেশে আসেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন বাংলার জনপদ ঘুরে দেখা। এ উদ্দেশ্যে তারা বাংলাদেশের বিক্রমপুর পরগনা, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা জেলা ঘুরে দেখেন। এ সময় তারা জানতে পারেন যে, কোনো এক সময় এ জনপদ বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

ক. হরিকেলের অবস্থান কোথায় ছিল? ১
খ. গৌড় নামটি কীভাবে পরিচিতি লাভ করে? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছাত্ররা প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের কিছু অংশ ঘুরে দেখেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত জনপদের বিভক্তি সম্পর্কে সফররত ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞান বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.▶ এক ছুটির দিনে সাদিয়া জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনে যায়। জাদুঘরে সে প্রাচীন বাংলার চিত্তাকর্ষক অনেক নিদর্শন দেখতে পায়। এসব নিদর্শনের মধ্যে পাথর খোদাই করা লিপি অন্যতম।

ক. কুমিল্লার প্রাচীন নাম কী ছিল? ১
খ. 'পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দেখা নিদর্শনগুলো প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত জনপদটি ছিল প্রাচীন বাংলার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ জনপদ'– মূল্যায়ন কর।৪

৬.▶ সাদ, সাবের ও সুদ্বীপ তিন বন্ধু ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণে যায়। বিভিন্ন চা বাগান, মাধবকুণ্ড প্রাকৃতিক জলপ্রপাত দেখার পর তারা যায় ভ্রমণ পিপাসুদের আকর্ষণীয় স্থান জাফলং। এখানে একজন পর্যটন কর্মীর কাছ থেকে তারা জানতে পারে, সিলেট অঞ্চল প্রাচীনকালে একটি জনপদের অংশ ছিল।

ক. পুণ্ড্রদের রাজধানীর নাম কী? ১
খ. নৌ-বাণিজ্যে তাম্রলিপ্ত জনপদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের পর্যটন কর্মী কোন প্রাচীন জনপদের ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত জনপদ কি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৭.▶ সিলেটের ছেলে রাফি। সে তার দাদার কাছে জানতে পারে যে, কোনো এক সময় তাদের অঞ্চল একটি প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রাচীন জনপদটি ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য। রাফির দাদা রাফিকে আরো জানায় যে, পরবর্তীতে এই জনপদটিকে বঙ্গ জনপদের অংশ বলে ধরা হয়।

ক. কোন অঞ্চলকে বঙ্গ বলা হতো? ১
খ. প্রাচীন বাংলার গৌড় জনপদ দ্বারা কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে? ২
গ. রাফির জেলাটি প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্গত ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাফির দাদার প্রদত্ত শেষ তথ্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.▶

১.বিক্রমপুর	১. মেদেনিপুর জেলার তমলুক
২.নাব্য	২. হুগলি ও রুপনারায়ণ নদের সঙ্গমস্থল
বক্স-ক	বক্স-খ

ক. কোন বিষয়ক আলোচনায় যুগের বিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? ১
খ. চন্দ্রদ্বীপ জনপদের পরিচয় বর্ণনা কর। ২
গ. বক্স-ক এর অঞ্চলগুলো প্রাচীন বাংলার যে জনপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, বক্স খ-এর অঞ্চলগুলো বরেন্দ্র অঞ্চলের সাথে সম্পর্কযুক্ত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ শিপ্লি, মোহনা ও লক্ষ্মী এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত শালবন বিহার পরিদর্শনে যায়। পরিদর্শনকালে তারা জানতে পারে যে, কুমিল্লা অঞ্চল প্রাচীনকালে একটি জনপদের অংশ ছিল। তারা আরো জানতে পারে যে, উক্ত জনপদ একসময় চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ক. চট্টগ্রামের অংশবিশেষ পর্যন্ত কোন জনপদ বিস্তৃত ছিল? ১
খ. প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্র জনপদটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকটি কোন প্রাচীন জনপদের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত জনপদটি কি কেবল বর্তমান কুমিল্লা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? তোমার মতামত দাও। ৪

১০.▶ বেনু অতি প্রাচীন একটি জনপদের ইতিহাস জানতে তার শিক্ষকের শরণাপন্ন হলো। শিক্ষক জনপদটি সম্পর্কে সামান্য একটু ইঙ্গিত প্রদান করে বললেন, গঙ্গা ও ভাগিরথীর মাঝখানের অঞ্চলকেই এ জনপদ বলা হতো। তবে শিক্ষক বেনুকে আরেকটি জনপদেরও কিছু তথ্য প্রদান করেন, যার ধ্বংসবশেষ বগুড়া থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীন সভ্যতা ও নিদর্শনের দিক দিয়ে এ জনপদই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ।

ক. কোন জেলা চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখন্ড ও প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত? ১
খ. তাম্রলিপ্ত জনপদের বর্ণনা দাও। ২
গ. বেনু যে জনপদটি সম্পর্কে শিক্ষকের কাছে জানতে চেয়েছিল তার পরিচয় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিক্ষক বেনুকে প্রাচীন বাংলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদের যে তথ্য প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

১১.▶ নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গত বছর শিক্ষা সফরে বগুড়ার মহাস্থানগড় গিয়েছিল। মহাস্থানগড় হলো প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। প্রধান শিক্ষক বলেন, "আগামী বছর আমরা মৌলভীবাজারের চা বাগান ও বান্দরবানের পাহাড় দেখতে যাবো।"

ক. 'গৌড়েশ্বর' কার উপাধি? ১
খ. হরিকেল জনপদের পরিচয় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যে জনপদে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, আগামী বছর শিক্ষার্থীরা প্রাচীন হরিকেল অঞ্চলে সফরে যাবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	গ	২	ক	৩	ঘ	৪	ক	৫	খ	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	ক	১০	গ	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ঘ